Contents

সোনামনি প্রতিভা

ধর্ম, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা বিষয়ক সোনামণি পত্রিকা

২য় সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১৩

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সোনামণিদের মেধা বিকাশে অনন্য

২য় সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১৩

সোনামণি প্রতিভা

ধর্ম, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা বিষয়ক সোনামণি পত্রিকা

➔ **প্রধান উপদেষ্টা :** ইমামুদ্দীন

➔ **উপদেষ্টা :** আব্দুল হালীম

➔ **সম্পাদক :** আব্দুল্লাহ আল-মামুন

➔ **সহকারী সম্পাদক :** আতীকুর রহমান ও মুনীরুল ইসলাম

➔ **সার্কুলেশন ম্যানেজার :** আব্দুল হাকীম, আব্দুল মুমিন, নওশাদ ও মাহমুদ

➔ **কম্পোজ ও ডিজাইন :** সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশনায় : সোনামণি মারকায এলাকা

<u>সার্বিক যোগাযোগ</u>

সম্পাদক
মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

হাদিয়া : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ পরিচিতি : শহীদ জিয়া শিশু পার্ক
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ভিতরের দৃশ্য

ভিতরের দৃশ্য	পৃষ্ঠা নং
➔ সম্পাদকীয়	৩
➔ দরসে কুরআন	৪
➔ দরসে হাদীছ	৭
➔ বহুমুখী তথ্য কণিকা	৮
➔ বিজ্ঞানের নানা কথা	১১
➔ গল্পে জাগে প্রতিভা	১২
➔ কবিতা গুচ্ছ	১৩
➔ একটুখানি হাসি	১৪
➔ সংগঠন সংবাদ	১৫
➔ বহুমুখী জ্ঞানের আসর	১৫
➔ দেশ পরিচিতি	১৭
➔ যেলা পরিচিতি	১৭
➔ যাদু নয় বিজ্ঞান	১৮
➔ ছবি পরিচিতি	১৮
➔ ভাষা শিক্ষা	১৯

www.ahlehadeethbd.org

সম্পাদকীয়

ছোট্ট সোনামণিরা! আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছো। হালকা হালকা কুয়াশা আর শীতের মাঝে হঠাৎ সোনামণি প্রতিভা হাতে পেয়ে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্য হলেও রাগ অভিমান দূর হয়ে যাবে। শীতের কুয়াশা ঢাকা আকাশে যেমন হঠাৎ করে সূর্য উঁকি দেয়, তোমাদের মুখেও হঠাৎ এক টুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠবে হয়তো। আর এতেই আমাদের প্রশান্তি।

হয়তো তোমরা খুব রাগান্বিত যে, পত্রিকা বের হতে দেরী হল কেন? আসলে পত্রিকাটি প্রকাশ হয় সোনামণি মারকায এলাকা কর্তৃক। আর পবিত্র ঈদুল আযহায় মারকাযের ছুটি, মারকাযের বার্ষিক পরিক্ষা ইত্যাদির কারণেই এই দেরী। তাই তোমাদের সকলের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী। থাক এসব কথা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় পার হয়ে গেল আমাদের মাঝ হতে। আর সেটি হল পবিত্র ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ। আশা করি তোমাদের সকলের ঈদ খুব ভাল কেটেছে। আরেক ঈদের চেয়ে আমরা এই ঈদে সবাই বেশী বেশী আনন্দ করে থাকি। কিন্তু আনন্দ করার সময় খেয়াল করতে হবে যে, এই দিনটি কিসের দিন ছিল। আসলে এই দিনটি ছিল কান্নায় ভরপুর। এক দিকে বিবি হাজেরার কান্না, পিতা ইবরাহীমের কান্না অরেক দিকে অনুগত পুত্র ইসমাঈল (আঃ) এর কান্না। সুতরাং আমাদের সর্বদা উচিত ইতিহাসের প্রতি খেয়াল রাখা। তোমরা দেখতে দেখতে একটি বছর অতিক্রম করেছো। নতুন বছরে পা রেখে সব কিছু নতুন মনে হচ্ছে। তাই না। পূর্বের সকল খারাপকে ভুলে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে ইচ্ছে করছে। আমরাও চাই তোমরা পূর্বের তুলনায় ভাল ও সুন্দর জীবন যাপন কর। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে নতুন কিছু আবিস্কার করার লক্ষ্যে সামনের দিকে এগিয়ে চল। যেন সবার উদ্দেশ্য হয় আমরা পূর্বে চেয়ে ভাল কিছু করব। যারা নতুন ক্লাশে ভাল রেজাল্ট করেছো তারা চেষ্টা করবে তোমাদের ভাল রেজাল্ট যেন কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে। আর যারা খারাপ করেছো তারা চেষ্টা করবে কি করে ভাল করা যায়। অতএব এসো বন্ধুরা নতুন বছরকে এবং ঐ কুরবানীর দিনকে স্মরণে রেখে আমরা দৃপ্ত প্রত্যয়ে জেগে উঠে শপথ করি, আল্লাহর আদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, সত্য ন্যায়ের পতাকাকে উড্ডীন রাখতে গিয়ে সেই দিনের শিশু ইসমাঈলের ন্যায় জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকব ইনশাআল্লাহ।

সমস্ত কিছুর একমাত্র পরিচালক আল্লাহ যেন আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে চলত সাহায্য করেন। আমীন। তোমাদের প্রতিটি সময় হোক নিত্য নতুন সাফল্যের স্বর্ণালোকে উদ্ভাসিত। এই কামনায় শেষ করছি। আগামী সংখ্যায় আবার দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ

[স.]

www.ahlehadeethbd.org

দরসে কুরআন

শিক্ষা অর্জন

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

অনুবাদঃ পড়! তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহামান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাকঃ১-৫)।

বুখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়াত থেকে প্রমাণিত আছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই অহীর সূচনা হয় এবং উল্লেখিত পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন-পৃঃ১৪৬৫)। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি উল্লেখিত আয়াতগুলো শিক্ষার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যার প্রথমেই বলা হয়েছে পড়। এক্ষণে বিষয় হল, আমরা কি পড়ব? কেন পড়ব? কিভাবে পড়ব? আমরা আমাদের সন্তানদের ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী করে গড়ে তুলব, নাকি ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন আখেরাতমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলব। যদি প্রথমটি উদ্দেশ্য হয় তবে বুশ, ব্লেয়ার, শ্যারণ ও বাজপেয়ী ধরনের দুনিয়াবী স্বার্থ সর্বস্ব পশ্বাধম মানুষে দেশ ভরে যাবে। ইতিপূর্বে যেমন ফেরাউন, কারূন, শাদ্দাদ ইত্যাদি দ্বারা পৃথিবী ভরে গিয়েছিল। বর্তমানে দেশব্যাপী যে শিক্ষা চালু হয়েছে, তাতে যে বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন অবদান নেই তা হলফ করে বলবে কে? আর যদি ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন আখেরাতমুখী শিক্ষার লক্ষ্যে সন্তানকে গড়ে তোলা হয় তাহলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও শান্তি নিশ্চিত হবে।

মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা নামে দেশে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা যা ১৯৩৬ সালে বৃটিশ সরকার লর্ড মেকলের মাধ্যমে চালু হয়। তাদের "বিভক্ত কর ও শাসন কর" পলিসির অনুকূলে গৃহীত উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তারা মুসলিম উম্মাহর শিক্ষিত শ্রেণীকে বিভক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা কি এখনও ইংরেজদের শাসনে শাসিত? নইলে তাদের বিগত ৭৫ বছরের রেখে যাওয়া দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছি? দুটি ভাই কি কখনও একই চিন্তাধারায় বেড়ে উঠতে পারবে না।

বাংলাদেশের বিগত সরকার গুলো বিভিন্ন সময় যেসব শিক্ষানীতি চালু করেছিল তা ছিল ইসলামী শিক্ষাকে সংকুচিত করার লক্ষ্যেই। এরশাদ আমলে গঠিত "এনাম কমিটি রিপোর্ট" এবং হাসিনা সরকারের তৎকালীন আমলে গঠিত "কুদরত-ই খুদা রিপোর্ট" এদেশে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিল বড় চ্যালে™। শিক্ষার সাথে অর্থনীতির একটা প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। যেমন অর্থনীতির ভাষায়, Education is the reliable root to economic empowerment. পৃথিবীর উন্নতি অগ্রগতির চরম শিখরে অবস্থানকারী দেশ গুলোর দিকে তাকালেই একথার পরিপূর্ণ সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। শতকরা ৫০ ভাগ

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম প্রধান দেশ মালেশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা আজ সর্বক্ষেত্রে উন্নত। অথচ ৯০ ভাগ মুসলিম প্রধান দেশ হয়েও বাংলাদেশ কেন আজ অবহেলিত? শুধুই কি অর্থের জন্য? না তা নয় আসল কথা হল তাদের উচ্চস্তর শিক্ষা ব্যবস্থাতেও রয়েছে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আর বাংলাদেশে ইসলাম বিষয়ক সিলেবাস গুলো প্রতিনিয়তই সংকুলান করা হয়। যার কারণে এই ধ্বস।

শিক্ষার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না, এ বিতর্ক অনেক পুরানো। এক সময় ছিল শিক্ষা মানেই দ্বীন বা ধর্ম। পরবর্তীতে সমাজের সকল সমস্যার জন্য দায়ী করা হল ধর্মকে। আফিম বলে চালিয়ে দিয়ে সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাজ্য বিবেচনা করে নতুন মতবাদ আবিস্কৃত হল। এ মতবাদ যে ভুয়া তা প্রমাণ হতে এক শতাব্দী সময়ও লাগেনি। প্রবক্তাদের কেউ কেউ এ পরিত্যাজ্য ধ্যানধারণার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে স্রষ্টার অস্বীকার তথা ধর্ম পরিত্যাগকে দায়ী করলেন। বিশেষ করে ধর্ম বা তা শিক্ষার পক্ষে যারা মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই যার কথা উল্লেখ করা জরুরী তিনি হলেন স্টনলি হল। শিশুদের শিক্ষা দানের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে মন্তব্য করেন, "ছাত্র ছাত্রীদের শুধু পড়তে লিখতে ও অঙ্ক কষতে শিখালে এবং ধর্ম না শিখালে তারা দুষ্ট হয়ে পড়বেই। (জীবন সৌন্দর্যঃ ড.কাজী দীন মুহাম্মাদ)। মি. হলের এধারণা যে কতটা বাস্তবসম্মত তা অনুমান করলেই বুঝা যায়। স্রষ্টার সাথে শুধু সম্পর্কই নয় উন্নতভাবে সম্পর্ক তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর হিউম্যান এইচ হোম। (জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলন ১৯৯৭)। তাহলে শিক্ষার সাথে যে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি তা বিবেকবান মানুষ সহজেই ধরতে পারবেন। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বেশ সাবলীল ভাষায় এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, ধর্মের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরিপূর্ণ করা, মানুষকে জীবন সম্পর্কে সচোকীত করা। ধর্ম সংস্কার নিয়ে নয় বরং ধর্ম হচ্ছে বিশেষ বিশ্বাস ও আদর্শকে নিয়ে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার একটি আদর্শগত ভিত্তি রয়েছে। সে আদর্শগত ভিত্তি হল ধর্মের ভিত্তি। (অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান লিখিত শিক্ষার আদর্শ শীর্ষক নিবন্ধ) উপরোক্ত মনীষীদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে ধর্ম ব্যতীত শিক্ষাকে ভাবা যায় কী করে? একারণে ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস কখনো ধর্মকে বাদ দিয়ে রচিত হয়নি। বিশেষ করে মুসলিম শাসন আমলে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার হাতে খড়ি হয়েছিল মসজিদ ভিত্তিক মক্তব নামক শিক্ষার মাধ্যমে। লক্ষ্য লক্ষ্য মাদরাসা নির্মিত হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহ্যের দাবীদার হিসেবে এবং এখনও সেই সংস্কৃতি এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অন্তর জুড়ে বিদ্যমান।

এমনকি ১৯৭২ সালে এদেশের একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ড. কুদরাত ই খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলে সেই কমিশনের জরিপ রিপোর্ট থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ঐ রিপোর্টে ২৮৬৯ জন মতামতদানকারীর মধ্যে ধর্ম শিক্ষার পক্ষে মত দেন ২২৮৫জন যার শতকরা হার ৭৯.৬৪%। (ড. কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪) Liberal বা Secular Education যাই বলি না কেন সে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক

www.ahlehadeethbd.org

ধারক, বাহক পাশ্চাত্য সভ্যতার দেশগুলো তাদের গুরু (বর্তমান বিশ্ব গুরুও বটে)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধর্মহীন শিক্ষা সংস্কৃতির ফলে সামাজিক অবস্থার চিত্রটি কেমন দাঁড়িয়েছে তার কিছু পরিসংখ্যান পেশ করলেই তা পরিস্কার হয়ে যাবে। সেখান কার মানুষের অপরাধ প্রবণতা সম্পর্কে তাদেরই গোয়েন্দা সংস্থা F.B.I এর রিপোর্ট দেখুন। F.B.I এর পরিবেশিত তথ্য মোতাকেব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি এবং এর হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। (Abnormal phychology and modern life coleman. P-396)

এ ক্ষেত্রে একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ মিলিয়নের উপরে অপরাধ সংগঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ১৮ বছরের ব্যবধানে এর সংখ্যা দাড়ায় ১৪ বিলিয়নে। (সাপ্তাহিক বিচিত্রাঃ ১৭ই মার্চ ১৯৯৫) আরো আশঙ্কার ব্যাপার হলো মারাত্মক ধরণের প্রায় অর্ধেক অপরাধ সংগঠিত হয়েছে ১৮ বছরের নিচের বয়সের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা। এবং শতকরা ৭৫ ভাগ অপরাধ সংঘঠিত করেছে ২৫ বছরের কম বয়সীরা। (Abnormal phychology and modern life coleman. P-396)

এক্ষণে আমাদের কোন শিক্ষা অর্জন করতে হবে সেটাই মূল বিষয়। আমরা কি পারি আমাদের প্রাণ প্রিয় ধর্ম ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে? সেখানে কি কোন নৈতিকতা নেই? যেমন সূরা মায়েদার ৯০নং আয়াতে মদ জুয়া, সূরা আনআমের ১৫১ ও সূরা আরাফের ৩৩ নং আয়াতে অশ্লীলতা, সূরা ইউনুসের ১৩ নং আয়াতে যুলুম, সূরা ইসরার ৩৩ নং আয়াতে হত্যা, সূরা মায়েদার ৩৩ ও ৩৮ নং আয়াতে যথাক্রমে অশান্তি সৃষ্টি ও হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়াও সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে পরস্পরের সম্পত্তি আত্মসাতের বিরুদ্ধে যেমন হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে তেমনি সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে মাতা-পিতা, পাড়া-পড়শী, মুরুব্বীদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এগুলো কি নৈতিক শিক্ষা নয়? আজ আমরা পুরোপুরি নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছি। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে অনিয়ম আর দুর্নীতির স্পর্শ লাগেনি। শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এর অবয়বও এ অবস্থা হতে মুক্ত থাকতে পারেনি। নৈতিকতা বিবর্জিত অযাচিত অপ্রয়োজনীয় কথা মালায় সাজানো শিক্ষা কারীকুলাম অদক্ষ্য দুর্নীতি জরাগ্রস্ত শিক্ষা প্রশাসন আর অশিক্ষিত অসচেতন অযোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকায় সাজানো তাসের ঘরের মত শিক্ষা অবকাঠামো আজ সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যায় বাড়াচ্ছে। ধর্মীয় অনুশাসনের বর্জ্য আসনীতে যদি নৈতিকতাকে জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে কেমন হয়? এটিই কি বর্তমানে একমাত্র পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না? এছাড়া আর উপায় বা কি? হে আল্লাহ তুমি আমাদের বিজ্ঞজনের মাথায় জ্ঞান দাও যে জ্ঞান দ্বারা তারা তোমার ও তোমার রাসূল (ছা)-এর আদর্শের শিক্ষা সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে পারে। আর আমরা যেন নৈতিকতা শিক্ষার স্পর্শে শিক্ষা অর্জন করতে পারি। আমীন।

www.ahlehadeethbd.org

দরসে হাদীছ

বিদ'আত হতে সাবধান

মাযহারুল ইসলাম

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "

অনুবাদঃ আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখাত। *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪০)*

উক্ত হাদীছ আমাদেরকে বিদ'আত হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমাদের দেশ আজ বিদ'আতে ছেয়ে গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মীলাদ, কিয়াম, শবেবরাত, ছালাত শেষে হাত তুলে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত ইত্যাদি। ছোট্ট সোনামণিরা! মূলত যারা এই বিদ'আত গুলো চালু করে তারা বিদ'আতকে দুই ভাগে ভাগ করে আরেকটি বিদ'আত করে। যেমন (১) বিদ'আতে হাসানাহ (২) বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ। বিদ'আতে হাসানাহ ঐ বিদ'আতকে বলা হয়, যা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী নয় বরং তা মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। যেমনঃ মাদরাসা, টেলিফোন, বইপুস্তক,বিমান, রেডিও ইত্যাদি। আর বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ ঐ বিদ'আতকে বলা হয়, যা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী, যা মানুষকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে। যেমনঃ সিনেমা, অশ্লীল গান বাজনা, চরিত্র ধংস্বকারী পত্র পত্রিকা ইত্যাদি। কিন্তু বিদ'আতের মুল সংজ্ঞা হচ্ছে, যা রাসূল (ছাঃ) এর যুগে ছিল না, ছাহাবায়ে কেরামগণ করেননি, কিন্তু নেকীর উদ্দেশ্যে করা হয় তাকে বিদ'আত বলে। ছোট্ট সোনামণিরা! আমরা সংজ্ঞার সাথে প্রকারভেদের কোন মিল পাচ্ছি না। কেননা বিদ'আতে হাসানাহ অর্থ উত্তম বিদ'আত, যার উদাহরণ বলা হয়েছে মাদরাসা, টেলিভিশন,রেডিও ইত্যাদির কথা। কিন্তু সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যা নেকীর উদ্দেশ্যে করা হয়। কিন্তু টেলিভিশন, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি নেকীর উদ্দেশ্যে নয় , বিধায় এগুলো বিদ'আত নয় বরং এগুলো হলো ব্যবহার্য জিনিস। আবার বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ অর্থ খারাপ বিদ'আত। যার উদাহরণে বলা হয়েছে সিনেমা, গান বাজনা ইত্যাদি যা নেকীর উদ্দেশ্যে করা হয় না। এগুলো নিতান্তই গুনাহের কাজ যা রাসূল (ছাঃ) আগেই বলে দিয়েছেন। সুতরাং এগুলো বিদ'আত হতে পারে না।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতায় জাহান্নাম। কিন্তু যদি বিদ'আর্ত দুই প্রকার হত তাহলে كل بدعة ضلالة এর জায়গায় كل بدعة سيئة ضلالة বলা হতো। কেননা বিদ'আত হচ্ছে উত্তম বিদ'আত। বিদ'আত এর মধ্যে আরেকটি বিদ'আত হলো "আশুরাহ"। শী'আ সম্প্রদায়ীরা এটাকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করে। বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফার শী'আ আমীর আহমাদ বিন বুইয়া ওরফে মু'ইযযুদ্দৌলা ৩৫২ হিজরীতে এই বিদ'আত চালু করেন।৩৫১ হিজরীতে উছমান (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। তারা বলেন উছমান (রাঃ) না থাকলে আলী (রাঃ) খলীফা হতেন। এজন্য তারা উছমান (রাঃ) কে ঘৃণা করেন। এমনকি আয়েশা (রাঃ) কে অসম্মান করার জন্য

www.ahlehadeethbd.org

একটি বকরীকে সাজিয়ে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া হয়। কেননা তারা মনে করেন এবং বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) এর কু-বুদ্ধিতে রাসূল (ছাঃ) এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রাঃ) ইসলামের প্রথম খলীফা হিসেবে মনোনীত হন। এই ভাবে একদিন বিদ'আত দ্বারা ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। একটু চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, একটি পানি ভর্তি পাত্রে যদি আবার পানি ঢালা হয় তাহলে পানিগুলো পাত্রে ঢুকবে কিন্তু পাত্রের পানিগুলো উপচে পড়ে যাবে। তেমনিভাবে যখন বিভিন্ন বিদ'আত ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতগুলো পাত্রের পানির ন্যায় পড়ে যাবে।

ছোট্ট সোনামণিরা! এসো আমরা উক্ত বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ি এবং অন্যদেরকে জীবন গড়তে উৎসাহিত করি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

বহুমুখী তথ্য কণিকা

ইতিহাসে নজরুল ও তাঁর স্বপ্ন-স্বাধ

যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন কিছু মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যারা পৃথিবীকে আলোকিত করেন তাঁদের জ্ঞানের ফোয়ারা আর সৃষ্টির সমারোহ দিয়ে। অল্প সময়ের জন্য তাঁরা পৃথিবীতে আসেন, এমন এক সম্পর্কের বন্ধন রেখে চলে যান, অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকেন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে। এমন একজন মহাপুরুষ ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

যাঁর সৃষ্টি ছিল সার্বজনীন সামগ্রিকতায় পরিপূর্ণ। যাঁর সৃষ্টি থেকে হিন্দুরা পেয়েছে তাদের মনের খোরাক, মুসলমানরা পেয়েছে তাদের চেতনার সামগ্রী। তাঁর শিশু সাহিত্য পড়ে শিশুরা ভেবেছে তিনি তাদের একজন, অসহায় ও দঃখী মানুষ ভেবেছে তিনি তাদেরই মত কোন দুঃখীজন। যুককেরা তাঁর লেখায় পেয়েছে যৌবনের গান, বিদ্রোহীরা পেয়েছেন সাহসের যোগান।

তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের অগ্রদূত। আর এরই সূত্র ধরে অনেকে তাকে ধর্মনিরপেক্ষ কবি বলে অভিহিত করার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, বিশ্বে তিনি মানবিকতার উজ্জীবন চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। তিনি এক লিখায় বলেছেন, "মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" এই বৃন্ত হচ্ছে দেশ আর কুসুম হচ্ছে সম্প্রদায়। তথাকথিত সাহিত্য বিশ্লেষকদের চোখে সাহিত্যে দেব -দেবী, মন্দির, প্রণাম, নমস্কার, এসব শব্দ ব্যবহার করলে তা সাম্প্রদায়িক হয়না, কিন্তু আল্লাহ, রাসূল, ঈমান, ইসলাম এসব শব্দ ব্যবহার করলে তাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান। ইসলামী শব্দ বা ইসলামী ভাব প্রকাশ পেলে সে কবিতা বা সাহিত্যের কাব্যমান নিয়েও তাদের সন্দেহ দেখা দেয়। নজরুল তাঁর কাব্যে ইসলামী ভাব ও শব্দের প্রয়োগ করলে তাঁর বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

নজরুল ছিলেন একজন মুসলিম কবি। তাঁর অনেক কবিতায়, প্রবন্ধে মুসলমানদের নিমিত্তে লিখিছেন এবং নিজেকে মুসলিম কবি হিসাবে পরিচিত করেন।

১৯২২ সালে যখন নজরুল 'নবযুগ' পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেওঘরে

www.ahlehadeethbd.org

চলে যান, দেওঘর স্টেশনে নামার পর একটা মজার ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি।একদল পাণ্ডা এসে ধরে বসল তাঁকে। নিয়ে যাবে তাদের আখড়ায়। কিছুতেই যখন ছুটতে পারছিলেন না, তখন নজরুল ইসলাম বললেন, আমি তো মুসলমান, তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে চাও কেন? নজরুলের কথা শুনেও পাণ্ডারা বিশ্বাস করলনা। পান্ডাদের একজন বলল, না বাবু, আপনি ঝুট বাত বলতেছেন, আপনি ঠিক হিন্দু লোক আছেন। নজরুল কিছুটা বিরক্তির সুরে বললেন, আরে কী মুশকিল, আমি হিন্দু হতে যাব কোন দুঃখে? আমার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। আমি মুসলমান, আমার বাপ মুসলমান, আমার দাদা মুসলমান, আমার চৌদ্দ পুরুষ মুসলমান। এবার বল, এরপরও কি তোমরা আমাকে তোমাদের আখড়ায় নিয়ে যেতে চাও? এবার হতাশ হল পাণ্ডারা, বিশ্বাস করল নজরুলের কথা। একজন মুসলমানকে আখড়ায় নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ তাদের নেই। পাণ্ডাদের কাছ থেকে ছাড় পেয়ে নজরুল তাঁর গন্তব্যে পৌঁছলেন।

নজরুল আমাদের শিখিয়ে গেছেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আপন স্বাতন্ত্র্যে ঝলসে উঠতে। এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর নিজের মধ্যেও ছিল। তাঁর লেখার মাঝেই ফুটে উঠেছে তাঁর সেই পরিচয়।

নিজের পরিচয় সম্পর্কে তিনি কোন অস্পষ্টতা রেখে যাননি। তিনি বলেন,

আল্লাহ আমার প্রভু,
আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মাদ,
যাঁহার তারিফ জগৎময়।
আমার কিসের শঙ্কা,
কুরআন আমার ডঙ্কা,

ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয় (সংক্ষিপ্ত)

এই কবিতায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করেছেন। কেবল কবিতা আর গানে নয়, আমার লীগ কংগ্রেস প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন,"আল্লাহ আমার প্রভু, রাসূল আমার নেতা, আল-কুরআন আমার পথ প্রদর্শক"।

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন,"ইসলাম ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি, সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে"। এ শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো একজন মুসলমানের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই যে তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সে কথাও তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায়, গানে এমনকি প্রবন্ধে ও অভিভাষণে। তিনি তাঁর জাতীয় পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

ধর্মের পথে শহীদ যারা
আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা
বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।

তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন গভীর ভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেন। তাঁর মনে ছিল জিহাদী জাযবা। কুরআনের আইন আল্লাহর এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ছিল তাঁর আমরণ সংগ্রাম। আর এ সংগ্রামে তাঁর আদর্শ ছিল নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সারা জনম লিখায় আর গানে জীবন আর কর্মে তাঁর এই একটাই উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা। তিনি এক অভিভাষণে বলেন,"আল্লাহর সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দর, নির্যাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে

www.ahlehadeethbd.org

উঠেছে। মানুষ আল্লাহর খলীফা অর্থাৎ প্রতিনিধি-ভাইসরয়।মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবী করে তারা শয়তান। সে শয়তানকে সংহার করে, আমরা আল্লাহর রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব।

মুসলমানদের ধর্মীয় দুটি উৎসবের একটি হল ঈদুল আযহা। এই ঈদে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ইবরাহীমী সুন্নাত পালন করার জন্য পশু কুরবানী করে। এক মুসলিম শাসক কুরবানীকে পশু হত্যার উৎসব বলে আখ্যায়িত করলে তিনি 'কুরবানী' কবিতায় এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন,

"ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ
আজি আল্লাহর নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শাক্তির উদ্বোধন"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বাঙলা সাহত্যে মধ্যাহ্নে আকশের সূর্যের মতো তাঁর আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছেন, নজরুল তখন বিজয় কেতন উড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগমনী বার্তা ঘোষণা করেছেন। কবি যে কাব্য চর্চা করেছেন তা নিজেকে কবি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, তাঁর এ কাব্য চর্চাও ছিল এ দায়িত্বানুভূতিতে পরিপূর্ণ। তিনি নিজেই বলেছেন,"আমার কবিতা আমার শক্তি নয়, আল্লাহর দেওয়া শক্তি আমি উপলক্ষ মাত্র। বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে গুণী, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আমার কবিতা যারা পড়েছেন তারাই সাক্ষী; আমি মুসলিমদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্যই তাদের জড়ত্ব, অলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য ও অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি।

তিনি বাংলার মুসলমানদের সর্বদা শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান করেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট মাথা নত করাকে ঘৃণা করতেন। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ মুসলিম। মুসলিম জাতির জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন তিনি ঘুমন্ত জাতিকে। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের দায়িত্বের কথা। বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যই আল্লাহ এ মুসলিম জাতিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর গানে কবিতায় সে কথায় নানাভাবে মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে বলতে চাই, কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি।তাঁর অনেক স্বপ্ন-স্বাধ ছিল, কিন্তু সে স্বপ্ন-স্বাধ আজো বাস্তবায়িত হয়নি। আজো পৃথিবীর পথে প্রান্তরে নির্যাতিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের কান্নার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। মানুষের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে মানুষ। মানুষকে গোলামের শিকল পরাচ্ছে মানুষের আইন। এ অবস্থা চিরদিন চলতে পারেনা। একদিন এ কথা বুঝেছিলেন একজন কবি। তাই জাতিকে তিনি ডাক দিয়েছিলেন জাগবার মন্ত্রে। এখনো যারা ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন তাদের জাগাতে হবে। এরপর সেই জাগ্রত জনতাকে নিয়ে নামতে হবে কর্মের ময়দানে। কবির সেই স্বপ্নের পৃথিবী গড়ার আগ পর্যন্ত চলবে এ সংগ্রাম। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন!

আকরাম হোসেন
ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.ahlehadeethbd.org

বিজ্ঞানের নানা কথা

মোবাইল ফোন

রবিউল ইসলাম
৯ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী

মানব জীবনে বিজ্ঞানের অবদান বিস্ময়কর ও সীমাহীন। যুগে যুগে সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞান মানব জীবনের জন্য যে অবদান রেখেছে তার তুলনা নেই। বিজ্ঞানের সীমাহীন অবদানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মোবাইল ফোন। বর্তমানে মানুষ যেন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। মোবাইল ফোন পৃথিবীর মানুষের জীবন যাত্রাকে অত্যন্ত সহজতর করেছে। এর মাধ্যমে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষ দেশ-বিদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথা বলছে।

মোবাইল ফোন কী ঃ মোবাইল ফোন বেতার, টেলিফোন এবং টেলিগ্রামের নতুন সংস্করণ মাত্র। এর সাথে কম্পিউটারের যোগ সূত্র রয়েছে। মোবাইল ফোন হাতে, সাথে এবং সার্ট, প্যান্ট ও পাঞ্জাবীর পকেটে রাখার অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা বিদ্যুৎ শক্তি চালিত অতি শক্তিমান যন্ত্র। এ যন্ত্রটির সাথে ক্ষুদ্র ইন্টেনা যুক্ত থাকে, যার শক্তি নিজস্ব নেটওয়ার্কের বাইরে। এজন্য কোন মোবাইল ফোনে নেটওয়ার্ক না থাকলে কথা বলা যায় না।

মোবাইল ফোনের উপকারিতা : আধুনিক সভ্যতার যুগে মোবাইল ফোনের উপকারিতা অনেক। এর দ্বারা মানুষ সেকেন্ডের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারে। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দূর-দূরান্তের যোগাযোগ মোবাইল দ্বারা দ্রুত সম্ভব। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মোবাইল থাকতে হবে। এক জনের মোবাইল না থাকলে কথা বলা সম্ভব নয়। মোবাইল সেট দ্বারা যে কোন স্থান থেকে যে কোন মূহূর্তে কাঙ্খিত জনের সাথে যোগাযোগ সম্ভব। বিজ্ঞানের অন্যতম অবদান মোবাইল ফোন মানুষের জীবন যাত্রাকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। মোবাইল ব্যবহার কারীদের কাছে মোবাইল এর গুরুত্ব এত বেশি যে, মোবাইর ছাড়া এক মূহূর্তও যেন চলে না।

মোবাইল ফোনের অপকারিতা ঃ মোবাইল ফোনের কিছু অপকারিতাও রয়েছে। বিশ্বের বড় বড় দুস্কৃতিকারী, সন্ত্রাসী, হাইজাকার এবং চাঁদাবাজদের কাছেও মোবাইল রয়েছে এবং তারা মোবাইল তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করছে। মোবাইল ফোনের বদৌলতে আজকাল বিশ্বে বড় বড় সন্ত্রাসীলারা পুলিশ এ্যাকশনের বাইরে নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ পুলিশ এ্যকশন শুরু হলে তারা মোবাইল এর মাধ্যমে খবর পেয়ে দ্রুত আত্মগোপন করে। তাই শীর্স সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ এবং দুষ্কৃতদের ধরতে পুলিশের অপারগতার পিছনে মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মোবাইল ফোন ব্যবহারে যেমন উপকার রয়েছে তেমনি অপকারও রয়েছে। মোবাইল ফোন আধুনিক জীবন-যাত্রার কাঙ্খিত উপকরণ। তাই এই আধুনিক যুগে মোবাইল ছাড়া স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন কল্পনা করা অসম্ভব। মোবাইল তার গ্রাহককে সব সময় অপডেট রাখতে সহায়তা করে। এজন্য স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে মোবাইল ফোনের বিকল্প নেই।

www.ahlehadeethbd.org

গল্পে জাগে প্রতিভা

কপাল গাড়ীর চাকা

আল-আমীন
সপ্তম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী

স্বামী মারা গেলে দুই শিশুপুত্র নিয়ে মনোয়ারা কঠিন বিপদে পড়ে। ভিক্ষাবৃত্তি করেই কোন মতে দুই শিশুকে বড় করে তোলে। একদিন মনোয়ারা ছেলেকে খাইয়ে নিজে খেতে বসবে এমন সময় এক ফকির এসে তার কাছে কিছু খাবার চাইল। ফকির গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে খাবার চেয়ে বিফল হয়ে শেষে ক্ষুধার জ্বালায় মনোয়ারার কাছে কিছু খাবার চায়। ফকিরের ক্ষুধার কষ্ট সে অনুভব করতে পেরে নিজের খাবারটুকু ফকিরকে খেতে দেয়। ফকির পেট ভরে খেয়ে আল্লাহর কাছে দো'আ করে, হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে বিষয়-সম্পদ দান কর। এরা যেন সুখে থাকে। এর ছেলেরা যেন হজ্জ করতে পারে। কিছুদিন পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন মধ্যবৃত্ত লোকের স্ত্রী মারা গেলে সে মনোয়ারাকে বিয়ে করে। ছেলে দু'টিও ঐ বাড়িতে আশ্রয় পায়। লোকটি সৎ চরিত্রের অধিকারী। গৃহস্বামী আশ্রিত বড় ছেলেকে একটি দোকান কিনে দিল। দোকানে বেশ বেচা-কেনা চলতে থাকে। ফলে আস্তে আস্তে পুঁজি বাড়তে থাকে। একবার মহাজনের কাছে থেকে ছেলেটি ৫০টিন কেরোসিন তৈল কিনে আনে। একটি টিন কাটার পর দেখা গেল তাতে কেরোসিন তৈলের বদলে নারিকেল তৈল রয়েছে। এরপর একে একে সব টিন কাটা হল। সবগুলোতেই নারিকেল তৈল পাওয়া গেল। এতে ছেলেটির আনন্দ ধরে না। বিষয়টি গৃহস্বামীর কানে গেলে, সে সব তৈল মহাজনকে ফেরৎ দিতে বলে। আশ্রয়দাতা পিতার কথা শুনে ছেলেটি সব তৈল নিয়ে মহাজনের কাছে গেল। মহাজন লোকটিও ছিলেন সৎ। তিনি খতিয়ে দেখলেন, তিনি একটিও নারিকেল তৈল কিনেননি। তিনি বললেন, এ তৈল তোমার ভাগ্যেই এসেছে। তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এরপর দোকানের আরো প্রসার হল। দুই ভাইয়ে মিলে-মিশে কাজ করতে লাগল। আল্লাহর দয়াতে এবং দোকানের বদৌলতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। পরবর্তীতে দশ গ্রামের মধ্যে তারাই হল সবচেয়ে ধনী। ফকিরের দো'আ যেন আল্লাহ পুরোপুরি কবুল করেছেন।

শিক্ষা ঃ কপাল গাড়ির চাকা চালনা করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে। কোন মানুষ বা কোন গরু মাহিষ বা কোন রকম ইঞ্জিন দ্বারা এই চাকা ঘুরানো যায় না। বরং শুধুমাত্র আল্লাহই এই চাকা ঘুরান।

লেখা আহ্বান

পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল লেখক-লেখিকা 'সোনামনি প্রতিভা' পত্রিকায় লেখা দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক
মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

www.ahlehadeethbd.org

ক বি তা গু চ্ছ

সোনামণি

আব্দুল্লাহ আল-মামুন
দশম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী

শুন ওরে সোনামণি
শুন ওরে কান পাতি।
হিম্মতে হও মুজাহিদী
নাহি কোন ভয়,
নাহি কোন সংশয়
সোনামণির হবে জয়
উঁচুতে রাখবে ধরে,
তাওহীদী পতাকাটারে।
দিবেনা কভু নোয়াতে
কুরআন আছে বক্ষে
মার তীর লক্ষ্যে।
পালাবে দুষমণ ভয়ে
জোরে ঘোরাও শমশীর
মার তেগ মার তীর।
দেখাবেনা বাহাদুরী
কোন বীর।
নাই ভয় নাই ডর
সোনামণির নাহি ক্ষয়
সোনামণির হবেই বিজয়

আমি কৃষক

আব্দুল্লাহ আল-মামুন

সবুজ দেশের মানুষ আমি
সবুজ দেশে বাস,
এই দেশেরই কৃষক আমি
জমি করি চাষ।
লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে নিয়ে
মাঠে আমি যায়,
সোনার জমি চষে আমি
সোনার ফসল পাই।
নতুন নতুন ফসল সদাই
ঘরে আমার উঠে,
গরম -পান্তা সবই যে খায়
যখন যেটা জোটে।
পরম সুখে থাকি আমি
মাঠের কৃষক হয়ে,
তাইতো বলি ধন্য আমি
নানান ফসল নিয়ে।

সু-শিক্ষা

আরেফিন সিদ্দীক
তালগাছী, পবা, রাজশাহী।

শিক্ষা হয় অনেক রকম
খারাপ এবং ভাল,
শিক্ষা দিয়ে দূর করা যায়
অজ্ঞতার ঐ কাল।
শিক্ষা হয় বাঁকা আবার
শিক্ষা হয় সোজা,
অশিক্ষিত মানুষগুলো
হয়ে যায় শিক্ষার বোঝা।
শিক্ষা আনে ন্যায়ের পথে
বাড়ায় মনের আলো,
শিক্ষা জানায় কোনটা ঠিক
কোন পথটা কালো।
শিখেই হয় মহামানব
শিখেই হয় ভণ্ড,
শিক্ষা নয়, সুশিক্ষাই
জাতির মেরুদণ্ড।

মসজিদ

আব্দুল মালেক
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

মসজিদ যে, ঐখানে,
থাকিস না আর ঘরের কোণে।
আয়রে তোরা, ছুটে আয়,
কাতারে তে, ফাঁক যে রয়।
আয়রে ছুটে মসজিদ পানে

www.ahlehadeethbd.org

আয়রে তোরা নেকীর টানে।
গাঁয়ের নাম যে গড়পাড়া
ছালাতে সব হয় খাড়া।
বাপ-মা তোদের সেদিন ছিল
আজকে তারা কোথায় গেল।
বাঁশ তলার ঐ যে কাছে
বাপ ভাইয়েরা শুয়ে আছে।
ডাকাডাকি যতই কর,
ফিরবে না আর তোদের ঘর।
তুইও যাবি ঐ যে গোরে,
পুঁজি নেরে সঙ্গে করে।

দরিদ্রতা

আব্দুল্লাহ
পঞ্চম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা

দরিদ্রতা আমায় পদাঘাত করিয়াছে
দিয়েছে যাতনা গালি,
দরিদ্রতা আমায় ভিখারী করিয়া
বসনে দিয়াছে তালি।
দরিদ্রতা আমায় বেঈমান করেছে
ঈমান নিয়েছে কাড়ি,
দরিদ্রতা আমায় বধূহারা করেছে
কিনিতে পারিনি শাড়ি।
দরিদ্রতা আমার আপন চাচা,
আপন ভাতিজার শত্রু।
দরিদ্রতা দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ
স্বাধিকার আমাদের লক্ষ্য।
দরিদ্রতা নিয়েছে বোনের
ইজ্জত সস্তার বক্ষে।
দরিদ্রতা আমায় মাস্তান করেছে
আশ্রয় দিয়েছে ঢাকা,
দরিদ্রতা আমায় পিস্তল দিয়েছে
ছিনতাই করতে টাকা।
দরিদ্রতা দিয়েছে বিদ্যুৎ চুরি
অবৈধ হিটার,
দরিদ্রতা দিয়েছে অসাধু কর্মচারী
ছয় চলেনা মিটার।

এ ক টু খা নি হা সি

মার্কশীট

ছেলে ও বাবার মধ্যে কথা হচ্ছে-
বাবা: কিরে রিপন তোর হাতে ওটা কী?
রিপন: ভয়ে ভয়ে বলল, মার্কশীট।
বাবা: দেখি পরীক্ষায় কেমন করেছিস?
রিপন: নিন বাবা।
বাবা: বেকুফ! এতো খারাপ করেছিস কেন? সারাদিন কি করিস?
রিপন: বাবা ওটা আমার না। পুরাতন ফাইলে পেলাম। উপরে তোমার নাম লেখা।

কলিংবেল

সাখাওয়াত হোসাইন
সহ-পরিচালক
রজনীগন্ধা শাখা, মারকায এলাক।

এক ভদ্রলোকের বাসার কলিংবেল নষ্ট হওয়ায় সে মেকানিকের দোকানে ফোন করে বলল,
ভদ্রলোক: আমার বাসার কলিংবেল নষ্ট হয়ে গেছে।
মেকানিক: আমি আজই মিস্ত্রি পাঠাচ্ছি।
ভদ্রলোক: পরের দিন ফোন করে বলে, কি ব্যাপার কোন মিস্ত্রি আসেনি যে।
মেকানিক মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করলে মিস্ত্রি বলল, আমি গিয়েছিলাম কিন্তু কলিংবেল চেপে কাউকে পায়নি, তাই ফিরে এসেছি।

তিন পাগল

সাখাওয়াত হোসাইন

এক পাগলাগারদে তিন পাগলের জন্য এক বৎসরের কোর্স শেষ হয়েছে। তাই তাদের ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ছেড়ে দেয়ার আগে পাগলাগরদের শিক্ষক

www.ahlehadeethbd.org

তাদের একবার পরীক্ষা করে দেখেন তারা কতটা ভাল হয়েছে। তাই তিনি তাদের ডেকে পাঠান। তারা এলে তাদের মধ্যে প্রথম পাগলকে বলে

শিক্ষক: বলতো ৩ আর ৩ কত হয়?

প্রথম পাগল: ২৯৩।

শিক্ষক: (রাগান্বিত হয়ে দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করলেন) তুমি বলতো কত হয়?

দ্বিতীয় পাগল : মঙ্গলবার।

শিক্ষক: (আরো রাগান্বিত হয়ে তৃতীয় জনকে জিজ্ঞেস করলেন) তুমি বলতো কত হয়?

তৃতীয় পাগল : ৬।

শিক্ষক: (খুব খুশি হয়ে) বলতো কিভাবে হল?

তৃতীয় পাগল: কেন স্যার! ২৯৩ থেকে মঙ্গলবার বিয়োগ করে।

নার্স ও রোগী

সাখাওয়াত হোসাইন

এক নার্স এক রোগীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলছে। তা দেখে এক ডাক্তার নার্সকে জিসো করে, কি ব্যাপার রোগীকে ঘুম থেকে ডাকছেন কেন? নার্স উত্তরে বলে রোগীকে ঘুমের ঔষধ খাওয়ানোর জন্য।

শিশুর দেহ হরণ করার চাইতে তার আক্বীদা হরণ করা মারাত্মক অপরাধ।

-ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব

সংগঠন সংবাদ

গত ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সোনামণি ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ্জ ওমর ফারুক চৌধুরী। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্টপোষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব। উক্ত সম্মেলনে সোনামণিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন প্রধান অতিথি, সভাপতি এবং বিভিন্ন জেলার পরিচালকগণ। সম্মেলনে সোনামণিদের শিক্ষা বিষয়ক সংলাপ "কুশিক্ষার ঘূর্ণিপাকে শিশুরা" উপস্থাপন করা হয়। সবশেষে সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সোনামণিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় আল মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী (কমপ্লেক্স) এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মাঠে। সম্মেলনে ১৮ টি যেলা থেকে আগত সোনামণিরা উপস্থিত ছিল।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

একনজরে পবিত্র আল কুরআনের পরিচয়

আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় কী?

আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানুষ।

আল কুরআনের উদ্দেশ্য কী?

আল কুরআনের উদ্দেশ্য মানুষের হেদায়াত।

www.ahlehadeethbd.org

আল কুরআন কত হিজরী পূর্ব নাযিল হয়?
আল কুরআন হিজরী পূর্ব ১৩ সনে (৬১০ খৃঃ) রামাযান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।
আল কুরআন কত হিজরী সনে অবতীর্ণ শেষ হয়
হিসরী ১১ সনে (৬৩২ খৃঃ) সফর মাসে অবতীর্ণ শেষ হয়।
আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত কোন গুলো?
সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।
আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?
সূরা আল ফাতিহা।
আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?
সূরা আন নাছর।
আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কোনটি?
সূরা মায়েদার ৪ নং আয়াত।
আল কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি?
সূরা আল বাকারা।
আল কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি?
সূরা আল কাওছার।
আল কুরআনের পারা কতটি?
পারা ৩০ টি।
আল কুরআনের সূরা কতটি?
সূরা ১১৪ টি।
আল কুরআনের মাক্কী সূরা কতটি?
মাক্কী সূরা ৮৬ টি।
আল কুরআনের মাদানী সূরা কতটি?
মাদানী সূরা ২৮ টি।
আল কুরআনের মোট মনজিল কতটি?
মোট মনজিল ৭ টি।

আল কুরআনের মোট রুকূ কতটি?
মোট রুকূ ৫৬১ টি।
আল কুরআনের মোট শব্দ কতটি?
মোট শব্দ ৭৭,৯৩৪ টি।
আল কুরআনের মোট ওয়াকফ (বিরতি চিহ্ন) কতটি?
আল কুরআনের মোট ওয়াকফ বা বিরতি চিহ্ন ৫০৫৮ টি।
আল কুরআনের মোট যবর কতটি?
মোট যবর ৫৩২৪৩ টি ।
আল কুরআনের মোট যের কতটি?
মোট যের ৩৯৫৮২ টি।
আল কুরআনের মোট পেশ কতটি?
মোট পেশ ৮৮০৪ টি।
আল কুরআনের মদ, তাশদীদ এবং নোকতা কতটি?
১৭৭১ টি মদ, ১২৫৩ টি তাশদীদ এবং ১০৫৬৮ টি নুক্তা আছে।
আল কুরআনে আল্লাহ (اللهُ) শব্দটি মোট কত জায়গায় আছে?
আল্লাহ (اللهُ) শব্দটি মোট ২৫৮৪ জায়গায় আছে।
আল কুরআনে মুহাম্মাদ (مُحَمَّدٌ) শব্দটি কত জায়গায় আছে?
মুহাম্মাদ (محمد) শব্দটি মোট ৪ জায়গায় আছে।
আল কুরআনে সিজদার আয়াত কতটি?
১৫ টি (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ:১৫৫)।
আল কুরআনে সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি?
সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াত।
আল কুরআনে সবচেয়ে ছোট আয়াত কোনটি?
সূরা মুদ্দাছছিরের ২১ নং আয়াত।

www.ahlehadeethbd.org

আল কুরআনে কত জন নবী-রাসূল এর নাম রয়েছে?
২৫ জন নবী-রাসূল এর নাম।
আল কুরআনে কতজন অমুসলিমের নাম উল্লেখ আছে?
৬ জন।
আল কুরআনে সর্বাধিক স্থানে কোন নবীর আলোচনা এসেছে?
মূসা (আঃ)-এর।
আল কুরআনে মোট আয়াত কতটি?
মোট আয়াত ৬২৩৬ টি।
আল কুরআনে কতটি মদ রয়েছে?
১৭৭১ টি।
আল কুরআনে কতটি তাশদীদ রয়েছে?
১২৫৩ টি।

দেশ পরিচিতি

বাংলাদেশ

রাষ্ট্রীয় নাম: পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ।
রাজধানী: ঢাকা।
আয়াতন: ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.।
জনসংখ্যা: ১৫ কোটি ৫ লক্ষ্য UNFPA 2011]।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.৩% [ঐ]।
ভাষা: বাংলা।
মুদ্রা: টাকা।
স্বাক্ষরতার হার (১৫+): ৫৫% ইউনেস্কো রিপোর্ট ২০১১]।
মুসলিম হার: ৮৯.৬%।
মাথা পিছু আয়: ১,৫২৯ মার্কিন ডলার ইউ এন ডি পি ২০১১]।
গড় আয়ু: ৬৮.৯ বছর [ঐ]।
স্বাধীনতা লাভ: ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল।
জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সাল।
জাতীয় দিবস: ২৬ মার্চ (স্বাধীনতা দিবস)।

'সোনামণি প্রতিভা কুইজে' অংশগ্রহণের নিয়মাবলী

* প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উপরের অংশটি পূরণ করে পাঠাতে হবে।
* ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
* আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।
* লাটারীর মাধ্যমে তিনজন বিজয়ী নির্বাচিত হবে।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১. শাহরিয়ার হোসেন (৭ম)।
২. মুহাম্মাদ ফেরদাউস (আলিম)।
৩. বদীউযযামান (৬ষ্ঠ)

যেলা পরিচিতি

রাজশাহী

প্রতিষ্ঠা: ১৭৭২ সালে।
আয়তন : ২,৪০৭ বর্গ কি.মি.।
সাক্ষরতার হার (১৫+): ৪৭.৫৪%।
মেট্রোপলেটিন পুলিশ থানা: ৪ টি। বোয়ালিয়া, মতিহার, রাজপাড়া ও শাহমখদুম।
উপজেলা: ৯ টি। বাঘা, পুটিয়া, পবা, বাগমারা, তানোর, মোহনপুর, চারঘাট, গোদাগাড়ী, দূর্গাপুর।
ইউনিয়ন ও গ্রাম: ৭১ টি ও ১,৯১৪ টি।
উল্লেখযোগ্য নদ-নদী: পদ্মা, আত্রাই ও মহানন্দা।
ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান: পুটিয়া রাজবাড়ী, বড়কুঠি, বাঘা ছোট সোনামসজিদ, বরেন্দ্র জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পদ্মা নদীর বাঁধ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমী, শহীদ জিয়া শিশুপার্ক ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

কুইজ! কুইজ!! কুইজ!!!

প্রঃ বাংলাদেশে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কার মাধ্যমে চালু হয়?

উঃ.....।

প্রঃ "আশূরাহ" নামক বিদ'আতটি কত হিজরীতে চালু হয়?

উঃ.....।

প্রঃ কবি কাজী নজরুল ইসলাম "নবযুগ" পত্রিকার চাকরী ছেড়ে কোথায় চলে যান?

উঃ.....।

প্রঃ আল-কুরআনে মোট রুকূ', মাদ ও পেশ কতটি?

উঃ .....।

প্রঃ জাতীয় সংসদ ভবনে দর্শনার্থীদের জন্য কতটি আসন রয়েছে?

উঃ .....।

যাদু নয় বিজ্ঞান

বন্ধুরা! আজ তোমাদের এমন একটি গোপন পত্র লেখা শিখাব যা লেখতেও হবে অভিনব কৌশলে পড়তেও হবে অভিনভ কৌশলে অথচ কলমের কালিও খরচ হবে না। তাও আবার তোমরা যে বন্ধুর কাছে লিখবে সে ছাড়া আর কেউ পড়তে পারবে না। অতঃপর কাগজটি পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে আয়নার উপর রেখে তাতে তোমার বন্ধুকে যত গোপন কথা বলতে চাও তা লেখ।

লেখা শেষ হলে শুকানোর পর আর সে লেখা দেখা যাবে না। কিন্তুএবার তাহলে এসো তা ঝটপট শিখে নিই। প্রথমে একটি কালি বিহীন কলম নাও।

তোমার বন্ধু যখন কাগজটি পুনরায় ভিজিয়ে পড়বে তখন সবই দেখতে পাবে। কি বন্ধুরা কেমন লাগল? আজ তা হলে এ পর্যন্তই আগামীতে অন্য কোন বিষয়ে কথা হবে সেই প্রত্যাশায় বিদায়।

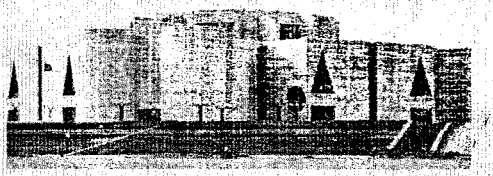

ছবি পরিচিতি
জাতীয় সংসদ ভবন

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত সংসদ ভবন আধুনিক স্থাপত্যশিল্প ও প্রযুক্তির এক বিস্ময়। এটি বিশ্বের বৃহৎ ও দর্শনীয় সংসদ ভবনগুলোর একটি। ক্রিসেন্ট লেক নামক কৃত্রিম হ্রদ দ্বারা পরিবেষ্ঠিত ১৫৫ ফুট উঁচু, ৯ তলা বিশিষ্ট এ ভবনটির নকশা করেন আমেরিকার প্রখ্যাত স্থাপতি লুই আই কান। প্রধান অংশটি গোলাকার ও ত্রিভুজাকৃতির শক্ত বহিরাবরণ বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা। ভবনটিতে আছে ১৬০৫ টি দরজা, ৩৩৫ টি জানালা, ৩৬৫ টি ঘুলঘুলি এবং বিস্ময়কর ৪১.৬ কি.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট করিডোর। একজন সহজেই এই বিভ্রান্তিকর করিডোর পথে হারিয়ে যেতে পারে। ভবনটিতে সংসদ সদস্যদের জন্য ৩৪৫ টি, অতিথিদের জন্য ৫৬ টি, সাংবাদিকদের জন্য ৪০ টি এবং দর্শনার্থীদের জন্য ৪৩০ টি আসন রয়েছে। এতে তিনটি হল রুম আছে যার প্রতিটিতে ১৫৩ জন লোক বসতে পারে। সম্পূর্ণ ভবনটি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত এবং আধুনিক সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ। ভবনটির নির্মাণ কাজ ১৯৬৪ সালে শুরু হলেও চূড়ান্তভাবে ১৯৮২ সালে উদ্বোধন করা হয়। একই বছরের ১৫ ই ফেব্রুয়ারী প্রথম সংসদীয় অধিবেশন বসে। বিশাল আকৃতির ভবন হওয়ায় এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রায় ৫০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের জন্য সত্যিকারের এটা একটা বিস্ময়।

www.ahlehadeethbd.org

ভাষা শিক্ষা

এসো আরবী শিখি

সোনামণি বন্ধুরা! আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, আমরা গত সংখ্যায় শিখেছিলাম (শব্দ) ও তার لفظ প্রকারভেদ সম্পর্কে। এবার আমরা শিখব বা বাক্য كلمة অর্থপূর্ণ শব্দগুলো দিয়ে তৈরি করতে। আমরা এখন من (কে), ما (কি) সম্পর্কে শিখব। জ্ঞানবান মানব জাতির যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে من (কে) ব্যবহৃত হয়। আর মানবজাতি বিহীন সকল কিছুর জিজ্ঞাসার জন্য ما (কি) ব্যবহৃত হয়।

***من এর ব্যবহার:** লোকটি কে?- من هو؟ , মহিলাটি কে?- من هي؟

এখন আমরা هو ও هي এর স্থলে অন্যান্য অসংখ্য শব্দ যোগ করে আরবী করতে পারি।

***ما এর ব্যবহার:** মানবজাতি ব্যতীত সকল শব্দ জানার জন্য ما ব্যবহৃত হয়। যথা: তোমার নাম কি?-ما اسمك؟, হাদীছ কি?-ما الحديث؟, কুরআন কি?-ما القرآن؟, কিয়ামত কি?ما القيامة؟ ইত্যাদি। ما শব্দটি কখনও কখনও 'না' অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যা অন্য সংখ্যায় আমরা জানতে পারব। বন্ধুরা, এভাবে করে আস্তে আস্তে আমরা আরবী শিক্ষা অর্জন করব কেমন। আজ তাহলে এপর্যন্তই আগামীতে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তোমাদের আমাদের ভালো করুন। আমীন!

এসো ইংরেজী শিখি

ছোট্ট সোনামণিরা! আশা করি তোমরা আল্লাহর রহমতে ভালই আছো। যাহোক গত সংখ্যায় আমরা শিখেছিলাম Word সম্পর্কে। এখন আমরা শিখব Sentence সম্পর্কে। Sentence টিও কিন্তু একটি Word বা শব্দ। যার অর্থ হল বাক্য। কয়েকটি শব্দ মিলিত হয়েই কিন্তু বাক্য হয়। নিচের শব্দ সমষ্টি বা বাক্যগুলোর প্রতি খেয়াল কর, বাড়ি যাও (Go home) সে ভাত (He rice) কোনটির দ্বারা কি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়? অবশ্যই না। কিন্তু ঐগুলোকে যদি নিচের কায়দায় লিখি তাহলে হবে, সে ভাত খায় (He eats rice), আমি বাড়ি যায় (I go home) ইত্যাদি। এবার কিন্তু প্রতিটি শব্দ সমষ্টিই একেকটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে। অর্থ্যাৎ আমরা এদেরকে বাক্য বা Sentence বলতে পারি । তাহলে বুঝা গেল কোন শব্দ সমষ্টিকে Sentence বা বাক্যে পরিণত হতে গেলে তার মধ্যে অবশ্যই অর্থের সম্পুর্ণতা থাকতে হবে। এবার আরেকটি চমৎকার জিনিস, আমরা উপরের উদাহরণগুলো যদি এভাবে লিখি যে, যায় সে, বাড়ি(Go he home), খায় ভাত আমি (Eat rice I) তাহলে কি কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে? অবশ্যই না। অর্থ প্রকাশ করতে হলে তাকে অবশ্যই অবস্থান গত একটি শৃঙ্খলা বা rule মেনে চলতে হবে। অর্থ্যাৎ শব্দগুলোকে যার যার নিজস্ব স্থানে ব্যবহার করা চাই, নইলে তারা কোন বাক্য গঠন করতে পারবে না। বন্ধুরা আজ তাহলে এখানেই। আগামী সংখ্যায় আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থেক, সুস্থ থেক। আমীন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সকল বিধান বাতিল কর

অহি-র বিধান কায়েম কর

২৩ তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩

তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন ঃ
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্স ঃ [illegible] ...৭১১-৫৭৮০৫৭

www.ahlehadeethbd.org